# বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

**এফ,ই সার্কুলার নং ১০**

আষাঢ় ২২, ১৪১২
তারিখ ঃ----------
জুলাই ০৬, ২০০৫

বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেনের
সকল অনুমোদিত ডিলার ।

প্রিয় মহোদয়,

**কৃষি পণ্য (শাকসব্জি / ফলমূল / এগ্রোপ্রসেসিং) রপ্তানি খাতে ভর্তূকী প্রদান প্রসংগে ।**

শিরোনামোক্ত বিষয়ে এফ.ই সার্কুলার নং ২৪, তারিখ ডিসেম্বর ১২, ২০০২ এবং এর অনুবৃত্তিক্রমে ঐ একই বিষয়ে পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত সার্কুলার পত্র নং ৪০১, তারিখ এপ্রিল ১৫, ২০০৩; এফ.ই সার্কুলার নং ১২, তারিখ নভেম্বর ০২, ২০০৩; সার্কুলার পত্র নং ২৫, তারিখ জানুয়ারী ১৪, ২০০৪; সার্কুলার পত্র নং ৩৪১, তারিখ এপ্রিল ১০, ২০০৪; এফই সার্কুলার নং ০৫, তারিখ জুলাই ২৫, ২০০৪; সার্কুলার পত্র নং ৫৩৮, তারিখ ২৫ জুলাই, ২০০৪; সার্কুলার পত্র নং ৬৮১, তারিখ সেপ্টেম্বর ১১, ২০০৪; সার্কুলার পত্র নং ৭৫০, তারিখ অক্টোবর ১৩, ২০০৪, সার্কুলার পত্র নং ৮০১, তারিখ নভেম্বর ০৯, ২০০৪ এবং সার্কুলার পত্র নং ৩৮, তারিখ জানুয়ারী ২৯, ২০০৫ বাতিল করিয়া পূর্বে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ একীভূত ও হালনাগাদ করনপূর্বক নিম্নোক্ত নির্দেশনাসমূহ অনুসরনের জন্য আপনাদেরকে পরামর্শ প্রদান করা যাইতেছে ।

সরকার কর্তৃক দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে কৃষি পণ্য (শাকসব্জি/ফলমূল/ এগ্রোপ্রসেসিং) রপ্তানিখাতে নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া এই সুবিধা নগদ সহায়তার পরিবর্তে ভর্তূকী হিসাবে ০১ জুলাই, ২০০২ তারিখ হইতে শুরু করিয়া ৩০ জুন, ২০০৬ সাল পর্যন্ত জাহাজীকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে পরিশোধের ব্যবস্থা প্রযোজ্য রাখা হইয়াছে । সকল ক্ষেত্রে রপ্তানিপণ্যের মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় প্রত্যাবাসনের পর নীট এফওবি মূল্যের উপর ভর্তূকী হিসাবায়ন করিতে হইবে । রপ্তানি পণ্য দেশে উৎপাদিত হইতে হইবে । সুনির্দিষ্ট সরকারী বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে রপ্তানি ডকুমেন্ট নেগোসিয়েশনকারী অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখা হইতে এই ভর্তূকী সরাসরি প্রদান করা হইবে । এই জন্য সরকারী মঞ্জুরী আদেশের বিপরীতে সরকারী হিসাব হইতে বাংলাদেশ ব্যাংক ইমপ্রেষ্ট আগাম আকারে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় তহবিল প্রদান করিবে । কৃষি পণ্য (শাকসব্জি/ফলমূল/এগ্রোপ্রসেসিং) খাতের পণ্যসমূহ রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় প্রত্যাবাসনের সনদপত্রের ভিত্তিতে ভর্তূকীর আবেদনপত্রের বিপরীতে পরিশোধ নিষ্পত্তির কার্যক্রমে অনুমোদিত ডিলারগণের অনুসরণীয় নির্দেশাবলী নিম্নের অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণনা করা হইল ঃ

**০২। কৃষি পণ্য (শাকসব্জি / ফলমূল / এগ্রোপ্রসেসিং) রপ্তানি খাতে ভর্তূকীর প্রাপক পক্ষ ও প্রাপ্যতার মাত্রা ঃ**

সম্পূর্ণ দেশীয় কৃষি পণ্য (তাজা ও হিমায়িত সকল প্রকার শাকসব্জি), কৃষি দ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প (এগ্রোপ্রসেসিং) পণ্য এবং টাটকা ফলমূল রপ্তানির ক্ষেত্রে ৩০% (ত্রিশ শতাংশ) ভর্তূকী প্রদান করা হইবে; এই হার জুলাই ০১, ২০০৪ তারিখ হইতে জাহাজীকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । প্রক্রিয়াজাতকৃত কৃষি পণ্যের

(চলমান পাতা-২)

অর্থাৎ এগ্রোপ্রসেসিং পণ্যের ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী-রপ্তানিকারকগণ এবং কৃষি পণ্য (শাকসব্জি) ও ফলমূলের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকগণ এই ভর্তূকী সুবিধা প্রাপ্য হইবে । কৃষিপণ্য (শাকসব্জি/ফলমূল/এগ্রোপ্রসেসিং) রপ্তানি খাতে ভর্তূকী প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পান কৃষি পণ্য, সুপারী ও মেহগনি ফলের ভিতরের অংশটি ফলমূল এবং সংযোজিত তালিকায় লিপিবদ্ধ পণ্যসমূহ কৃষি প্রক্রিয়াজাত (এগ্রোপ্রসেসিং) পণ্য হিসাবে গণ্য হইবে ।

**০৩। <u>ভর্তূকীর আবেদনপত্র দাখিলের শর্তাবলী</u> ঃ**

(ক) রপ্তানিকৃত কৃষিপণ্যের হ্যান্ডেলিং, মানোন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরনের নির্বাহকৃত ব্যয় এবং অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক পরিবহন এবং ফ্রেইট চার্জ পরিশোধ জনিত ব্যয়িত অর্থের বিপরীতে WTO বিধি অনুযায়ী উক্ত ভর্তুকী প্রদেয় হইবে ।

(খ) রপ্তানিকৃত এগ্রোপ্রসেসিং পণ্যে ৮০% স্থানীয় উপকরন ব্যবহৃত হইলে ৩০% এবং ৭০% স্থানীয় উপকরন ব্যবহৃত হইলে ২০% ভর্তুকী প্রাপ্য হইবে (সংযোজিত ফরম 'ক' মোতাবেক) ।

(গ) রপ্তানিকারকগণ রপ্তানি ডকুমেন্ট নেগোশিয়েশনের পর পরই ডকুমেন্ট নেগোশিয়েশনকারী অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখায় নির্ধারিত ফরম-ক তে ভর্তূকীর জন্য আবেদনপত্র দাখিল করিতে পারিবেন, তবে বিদেশে রপ্তানির মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় প্রত্যাবাসনের পরই কেবল ভর্তূকী পরিশোধ্য হইবে । সকল ক্ষেত্রে ভর্তূকীর আবেদনপত্র বিদেশে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নষ্ট্রো হিসাবে রপ্তানিমূল্য আকলনের (রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসনের) তারিখের ১৮০ দিনের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে ।

(ঘ) ব্যাংকের মাধ্যমে স্থাপিত এলসি এর আওতায় রপ্তানি পরবর্তী পর্যায়ে প্রণীত রপ্তানি দলিলের বিপরীতে প্রত্যাবাসিত রপ্তানি আয় কিংবা রপ্তানি পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাংকের মাধ্যমে প্রেরিত ডকুমেন্টারী কালেকশনস এর বিপরীতে প্রত্যাবাসিত রপ্তানি আয়ই এই খাতে ভর্তূকীর জন্য যোগ্য রপ্তানি আয় হিসাবে বিবেচিত হইবে ।

(ঙ) ঋণপত্রের পাশাপাশি রপ্তানি চুক্তির বিপরীতে ডকুমেন্টারী কালেকশন্স ভিত্তিতে প্রত্যাবাসিত রপ্তানি আয়ের বিপরীতে ভর্তূকী প্রদেয় হইবে । টিটির মাধ্যমে প্রাপ্ত রপ্তানিমূল্যের বিপরীতেও ভর্তূকী পরিশোধের আবেদন বিবেচনা করা যাইবে । তবে সেক্ষেত্রে রপ্তানিকারকের আবেদনপত্রের ঘোষণা মোতাবেক বাংলাদেশ হইতে প্রকৃত রপ্তানির বিপরীতে সংশ্লিষ্ট টিটি রেমিট্যান্সটি প্রাপ্ত হইয়া থাকিবার বিষয়টি টিটি বার্তার ভাষ্য ও অন্যান্য কাগজপত্রের ভিত্তিতে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকসমূহ সম্পূর্ণ নিশ্চিত হইয়া ভর্তূকী পরিশোধ করিবে ।

(চ) রপ্তানির স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় দলিলাদি যেমন ঃ বিএল, কমার্শিয়াল ইনভয়েস, প্যাকিং লিষ্ট, বিল অব এক্সপোর্ট ইত্যাদি দাখিল করিতে হইবে ।

**০৪। <u>অনুমোদিত ডিলার কর্তৃক আবেদনপত্র গ্রহণ, পরীক্ষণ ও পরিশোধ নিষ্পত্তি</u> ঃ**

(ক) ভর্তূকীর প্রাপক পক্ষের দাখিলকৃত আবেদনপত্রের সংগে সংযুক্ত ফরমের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে যে সকল কাগজপত্র, সনদপত্র, প্রত্যয়নপত্রের উল্লেখ আছে ঐগুলি সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ আকারে আবেদনপত্রের

(চলমান পাতা-৩)

সহিত সংযোজিত থাকিবার বিষয়টি প্রাথমিক পরীক্ষণে নিশ্চিত হইয়া লইতে হইবে । বাংলাদেশ ফ্রুটস, ভেজিটেবলস এন্ড এ্যালাইড প্রোডাক্টস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন এর সদস্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শাক-সব্জি ও ফলমূল রপ্তানির বিপরীতে এবং বাংলাদেশ এগ্রোপ্রসেসরস্ এসোসিয়েশন এর সদস্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এগ্রোপ্রসেসিং পণ্য রপ্তানির বিপরীতে ভর্তূকী প্রাপ্তির ক্ষেত্রে স্ব স্ব এসোসিয়েশনের নিকট হইতে সংযোজিত ছক (ফরম 'ঘ' ও ফরম 'ঙ') মোতাবেক সনদপত্র/প্রত্যয়নপত্র গ্রহন করিতে হইবে । এই দুইটি এসোসিয়েশনের সদস্য নয় এমন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শাক-সব্জি, ফলমূল ও এগ্রোপ্রসেসিং পণ্য রপ্তানির বিপরীতে ভর্তূকী প্রাপ্তির ক্ষেত্রে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো এর নিকট হইতে সংযোজিত ছক (ফরম 'চ') মোতাবেক সনদপত্র/প্রত্যয়নপত্র গ্রহন করিতে হইবে; যাহা জুলাই ০১, ২০০৩ তারিখ হইতে কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে । সনদপত্র/প্রত্যয়নপত্রসমূহের মধ্যে যেগুলি ব্যাংক শাখা কর্তৃক প্রণীত হয় বা ডকুমেন্টস নেগোসিয়েশন উপলক্ষ্যে ব্যাংক শাখা কর্তৃক প্রক্রিয়াকৃত হয় সেগুলির যথার্থতা ও সেগুলিতে উল্লিখিত তথ্যাদির শুদ্ধতার বিষয়েও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা দায়ী থাকিবে । প্রাথমিক পরীক্ষণে পরিলক্ষিত ত্রুটি/অসম্পূর্ণতাসমূহের বিষয়ে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখা আবেদনপত্র প্রাপ্তির তিন কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করিবে ।

(খ) রপ্তানিকৃত এগ্রোপ্রসেসিং পণ্যে (সংযোজিত তালিকায় লিপিবদ্ধ পণ্য) কি কি উপকরন ব্যবহৃত হইয়াছে সেই বিষয়ে রপ্তানিকারকগণ বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন হইতে সনদপত্র সংগ্রহ করিবেন ।

(গ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আবেদনকারী হইতে অতিরিক্ত ব্যাখ্যা/তথ্যাদি প্রাপ্তি এবং রপ্তানি ও রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসনের বিষয়ে শাখার স্বীয় রেকর্ড হইতে/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্য ব্যাংক শাখা হইতে সংগৃহীত তথ্যাদি/সনদপত্র সংযোজনান্তে আবেদনপত্র পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ আকারপ্রাপ্ত হইবার পর অনুমোদিত ডিলার পরিশোধযোগ্য অংক নিরূপন করিবে । সংশ্লিষ্ট আবেদনপত্র ফরম এর অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখা কর্তৃক ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত অংশের নির্দেশনাসমূহ পর্যায়ক্রমিকভাবে অনুসরণ করিয়া এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে ।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের হিসাব বিকলন করিয়া শাখা আবেদনপত্রের বিপরীতে ভর্তূকী পরিশোধ করিবে । প্রতিমাসে শাখার সম্পাদিত সকল পরিশোধের বিষয়ে বিবরণী ফরম-খ তে প্রদত্ত ছক অনুসারে পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে দুই প্রস্থে প্রেরিত হইবে; ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় সকল শাখার মাসিক পরিশোধ বিবরণীসমূহের একীভূত তথ্য বিবরণীর একটি করিয়া কপি ফরওয়ার্ডিং পত্রসহ পরবর্তী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১ (বেসরকারী ব্যাংকের ক্ষেত্রে) ও রাষ্ট্রায়ত্ত বানিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২ বরাবর নিয়মিতভাবে প্রেরণ করিবে ।

(ঘ) প্রতিক্ষেত্রে ভর্তূকী পরিশোধ অনুমোদনের সংগে সংগে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসন সনদপত্রের (পিআরসি) উপরে সহজে দৃষ্টি গোচর হয় এমন স্থানে ভর্তূকী পরিশোধিত মর্মে সীল এবং পরিশোধ অনুমোদনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর সন্নিবেশ করিতে হইবে, যাহাতে ঐ পিআরসি'র অন্যবিধ

(চলমান পাতা-৪)

অপব্যবহারের সুযোগ না থাকে । একই রপ্তানির বিপরীতে একাধিকবার পিআরসি ইস্যুকৃত না হইবার বিষয়ে অনুমোদিত ডিলারগণকে (এফই সার্কুলার নং-০৬/৯৮ এর নির্দেশনা মোতাবেক) বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে । এই জন্য শাখায় রক্ষিত রপ্তানি রেজিষ্টারে সংশ্লিষ্ট রপ্তানির অন্যান্য তথ্যের সহিত প্রতি ক্ষেত্রে পিআরসি ইস্যুর তথ্য তারিখসহ সুবিধাজনকভাবে লিপিবদ্ধ রাখা যাইতে পারে ।

(চ) ভর্তূকী প্রদানের পূর্বে প্রদেয় ভর্তূকী পরিশোধের সঠিকতার বিষয়ে প্রতিটি কেস বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিযুক্ত অডিট ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করাইয়া লইতে হইবে ।

(ছ) ভর্তূকী পরিশোধ নিষ্পত্তির সকল কেস সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলের/সরকারী বাণিজ্যিক নিরীক্ষা বিভাগের নিরীক্ষা দলের পরীক্ষণের জন্য পরিশোধ তারিখ হইতে অন্যূন তিন বৎসর মেয়াদ পর্যন্ত শাখায় সংরক্ষণ করিতে হইবে ।

(জ) রপ্তানিমূল্য, রপ্তানি পণ্যে ব্যবহৃত কাঁচামালের মূল্য ও পরিমাণের বিষয়ে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে বা তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও অডিট ফার্ম নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠান/সংগঠনসমূহের পরামর্শ গ্রহণ করিবে ঃ

(১) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ১, কাওরান বাজার, ঢাকা (রপ্তানিমূল্য ও রপ্তানির পরিমান সম্পর্কিত তথ্য);

(২) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক), ১৩৭-১৩৮,মতিঝিল বা/এ, ঢাকা (কাঁচামালের মূল্য ও উৎপাদনকারী ইউনিটের উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কিত তথ্য);

(৩) ইনষ্টিটিউট অব এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা (উৎপাদনকারী ইউনিটের উৎপাদন ক্ষমতা ও প্রতি ইউনিটের উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য) ।

**০৫। <u>ভর্তূকী অনিয়মিতভাবে পরিশোধের শাস্তিমূলক ব্যবস্থাদি ঃ</u>**

(ক) ভর্তূকী অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হইলে অনিয়মিতভাবে পরিশোধকৃত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের সহিত রক্ষিত পরিশোধকারী ব্যাংকের হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করিয়া লওয়া যাইবে।

(খ) এই অনিয়মের সংগে জড়িত ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রচলিত বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে ।

**০৬। <u>ভর্তূকী পরিশোধের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে ইমপ্রেষ্ট তহবিল সংগ্রহ ও পুনঃযোগান প্রাপ্তির প্রক্রিয়া ঃ</u>**

অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের একাউন্টস ও বাজেটিং বিভাগে রিপোর্টকৃত ভর্তূকীর দাবীর পরিমানের বিপরীতে সরকার কর্তৃক প্রথম কিস্তিতে ছাড়কৃত অর্থের

(চলমান পাতা-৫)

পরিমানের উপর ভিত্তি করিয়া বাংলাদেশ ব্যাংক দাবীর আনুপাতিক হারে প্রথম বার ইমপ্রেষ্ট তহবিল ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্যালয়ের অনুকূলে প্রদান করিবে । পরবর্তীতে, বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে ভর্তূকী পরিশোধ নিষ্পত্তির গড় মাসিক অংকের ভিত্তিতে দুই মাসের অনুমিত প্রয়োজনের পরিমান তহবিল বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হইতে অর্থ ছাড়করণ সাপেক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক ইমপ্রেষ্ট আগাম আকারে ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্যালয়ের অনুকূলে প্রাথমিকভাবে হস্তান্তর করিবে । ইমপ্রেষ্ট তহবিল ব্যবহারের বিষয়ে ব্যাংকসমূহ ফরম-গ তে প্রদত্ত ছকে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের একাউন্টস ও বাজেটিং বিভাগের মহাব্যবস্থাপকের বরাবরে মাসিক বিবরণী পরবর্তী মাসের দুই সপ্তাহের মধ্যে দাখিল করিবে । এই বিবরণী অনুসারে ইমপ্রেষ্ট আগামের মাসান্তের সমাপনী স্থিতি যদি পরবর্তী মাসের জন্য অনুমিত প্রয়োজনীয় অংক অপেক্ষা কম হয় (পূর্ববর্তী তিন মাসের গড় মাসিক পরিশোধের অংককে পরবর্তী মাসের জন্য সম্ভাব্য প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইবে) তবে ইমপ্রেষ্ট আগাম প্রয়োজনীয় মাত্রায় উন্নীত করিবার জন্য পুনঃযোগানের অনুরোধ সম্বলিত আবেদনও মাসিক বিবরণীর সংগে একাউন্টস এন্ড বাজেটিং বিভাগে দাখিল করিতে হইবে । ইমপ্রেষ্ট আগামের ব্যাংকওয়ারী স্থিতি পর্যালোচনায় ব্যবহারের গতির প্রেক্ষিতে একাউন্টস ও বাজেটিং বিভাগ সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে প্রদত্ত ইমপ্রেষ্ট আগাম হইতে একমাসের সম্ভাব্য চাহিদার অতিরিক্ত অংক ফেরত চাহিতে পারে ।

০৭। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে এতদ্‌মর্মে অবহিতকরণের জন্য অনুরোধ জানানো যাইতেছে ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(খন্দকার খালিদুর রহমান)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ ৭১২০৩৭৫

**ফরম-'ক'**

(অনুচ্ছেদ ০৩(গ), এফই সার্কুলার নং- ১০/২০০৫ দ্রষ্টব্য)

## কৃষিপণ্য (শাকসব্জি/ফলমুল/এগ্রোপ্রসেসিং) রপ্তানির বিপরীতে ভর্তূকীর জন্য আবেদনপত্র ।

(ক) আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা .....

.....

রপ্তানি নিবন্ধন সনদপত্র নম্বর .....

(খ) রপ্তানি ঋণপত্র / চুক্তিপত্রের নম্বর, তারিখ ও মূল্য .....

.....

(পাঠযোগ্য সত্যায়িত কপি দাখিল করিতে হইবে)

(গ) টিটির নম্বর, তারিখ ও মূল্য .....

(বিদেশ হইতে টিটির মাধ্যমে রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসিত হইলে টিটি বার্তার ভাষ্য সংশ্লিষ্ট রপ্তানির বিপরীতে হইবার বিষয়টি ব্যাংক কর্তৃক নিশ্চিত হইয়া লইতে হইবে)

(ঘ) রপ্তানিকৃত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণাদির সংগ্রহ সূত্র ঃ

| উপকরণের নাম ও পরিমান | স্থানীয় সংগ্রহের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীন ঋণপত্র/ অন্যান্য মাধ্যমের মূল্যসহ বিবরণ | বিদেশ হইতে আমদানির (যদি থাকে) ক্ষেত্রে ঋণপত্রের নম্বর, তারিখ ও মূল্য |
|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) |

(২ ও ৩ নং কলামে উল্লিখিত ঋণপত্রগুলির পাঠযোগ্য সত্যায়িত কপি দাখিল করিতে হইবে । এই রপ্তানিতে ব্যবহৃত উপকরণাদির জন্য শুল্ক বন্ড সুবিধা গ্রহণ করা হয় নাই এবং ডিউটি ড্র-ব্যাক অথবা ভর্তূকী সুবিধার আবেদনও করা হয় নাই ও হইবে না মর্মে রপ্তানিকারকের ঘোষনাপত্র দাখিল করিতে হইবে । রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের মূল্য ও পরিমান এবং রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য ও পরিমানের সঠিকতার বিষয় এবং স্বীয় প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন সম্পর্কে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো / সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে ।)

(ঙ) রপ্তানি চালানের বিবরণ ঃ

| পণ্যের বর্ণনা | পরিমান | ইনভয়েস মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রায়) | জাহাজীকরণের তারিখ | ইএক্সপি নম্বর | বৈদেশিক মুদ্রায় প্রত্যাবাসিত রপ্তানি মূল্য ও প্রত্যাবাসনের তারিখ |
|---|---|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) |

{রপ্তানি ইনভয়েস, প্যাকিং লিষ্ট এবং বিল অব লেডিং/এয়ারওয়ে বিল এর সত্যায়িত পাঠযোগ্য কপি এবং মুল রপ্তানিমুল্য প্রত্যাবাসন সনদপত্র (পিআরসি) দাখিল করিতে হইবে ।}

(চ) ভর্তূকীর আবেদনকৃত অংক ঃ

(বৈদেশিক মুদ্রায়)

| প্রত্যাবাসিত রপ্তানিমূল্য (বৈদেশিক মুদ্রায়) | প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাহাজ ভাড়ার পরিমান | বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশে পরিশোধ্য কমিশন, ইনস্যুরেন্স, ইত্যাদি (যদি থাকে) | নীট এফওবি রপ্তানি মূল্য (১)-(২+৩) | ৪ নং কলামে উল্লিখিত মূল্যের মধ্যে স্থানীয় পণ্য(৮০%বা৭০%) দ্বারা উৎপাদিত অংশের মূল্য | প্রাপ্য ভর্তূকী (২০ বা ৩০)* (৫) × ----- ১০০ |
|---|---|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) |

* মূল্য সংযোজনের পরিমান ৮০% হইলে ভর্তূকীর হার হইবে ৩০% এবং মূল্য সংযোজনের পরিমান ৭০% হইলে ভর্তূকীর হার হইবে ২০% ।

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাহাজ ভাড়ার উল্লেখ সম্বলিত ফ্রেইট সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি দাখিল করিতে হইবে)

এই মর্মে অঙ্গীকার করা যাইতেছে যে, দেশে উৎপাদিত কাঁচামাল শতকরা ৮০/৭০ ভাগের উর্ধ্বে ব্যবহার করিয়া রপ্তানি পণ্য তৈরী করা হইয়াছে যাহা রপ্তানির বিপরীতে ভর্তূকীর আবেদন করা হইল । এই আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি/ঘোষণা সম্পূর্ণ সঠিক । যদি পরবর্তীতে ইহাতে কোন ভুল/অসত্য/প্রতারণা/জালিয়াতি প্রমানিত হয় তবে গৃহীত ভর্তূকীর সমুদয় অর্থ বা উহার অংশবিশেষ আমার/আমাদের নিকট হইতে আমার/আমাদের ব্যাংক হিসাব হইতে আদায় করিয়া লওয়া যাইবে ।

তারিখ ঃ .....

.....
আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী/
ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর, নাম ও পদবী ।

(অনুচ্ছেদ ০৩ (গ), এফ,ই সার্কুলার নং ১০/২০০৫ দ্রষ্টব্য)

**ফরম-'ক'**
**পৃষ্ঠা-২**

## (ভর্তূকী পরিশোধকারী ব্যাংক শাখা কর্তৃক ব্যবহার্য অংশ)

### (ছ) ভর্তূকীর পরিশোধ্য পরিমান হিসাবায়ন ঃ

(বৈদেশিক মুদ্রায়)

| রপ্তানিপণ্যের বর্ণনা | রপ্তানিপণ্যের জন্য অভ্যন্তরীণ মূল্য সংযোজনের ন্যূনতম শতকরা হার (৮০% বা ৭০%)* | মোট প্রত্যাবাসিত রপ্তানিমূল্য | প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাহাজ ভাড়ার পরিমান | রপ্তানিমূল্য হইতে বিদেশে পরিশোধ্য কমিশন, ইনস্যুরেন্স ইত্যাদি | নীট এফওবি রপ্তানিমূল্য {(৩)-(৪+৫)} | রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত আমদানিকৃত উপকরণাদির মোট মূল্য 'ঘ' অনুচ্ছেদের ৩নং কলাম মোতাবেক | রপ্তানি আয়ের মধ্যে আমদানিকৃত উপকরণাদির সদ্ব্যবহার পূর্বক অর্জিত আয়ের অংশ<br>১০০<br>= (৭) × --------<br>১০০-(২) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) |

( * সার্কুলারে উল্লেখিত তথ্য সূত্র হইতে এই হার উল্লেখ করিতে হইবে )

| রপ্তানি আয়ের মধ্যে দেশীয় উপকরণ ব্যবহারের বিপরীতে অর্জিত বলিয়া গণ্য অংশ (৬)-(৮) | ৯ নং কলামে উল্লিখিত রপ্তানি আয়ের জন্য দেশীয় পণ্য ব্যবহারের সর্বোচ্চ গ্রহনযোগ্য মূল্য<br>১০০-(২)<br>= (৯) × --------<br>১০০ | (চ) অনুচ্ছেদের ৫নং কলামে উল্লিখিত মুল্য | **<u>পরিশোধযোগ্য ভর্তূকীর পরিমান (টাকায়)</u>** ঃ<br><br>(১০) ও (১১) এর মধ্যে যেটি কম হয় উহার -----% × রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসন তারিখে সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক মুদ্রার ওডি সাইট ক্রয় হার |
|---|---|---|---|
| (৯) | (১০) | (১১) | (১২) |

পরিশোধিত ভর্তূকীর পরিমান (টাকায়) ঃ .....

পরিশোধের তারিখ ঃ .....

.....
ভর্তূকী অনুমোদনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যাংক
কর্মকর্তার স্বাক্ষর, নাম ও পদবী ।

(অনুচ্ছেদ ০৪(ঘ) এফই সার্কুলার নং- ১০/২০০৫ দ্রষ্টব্য)

**ফরম-'খ'**

**এফ.ই সার্কুলার নং ১০/২০০৫ মোতাবেক কৃষি পণ্য (শাকসব্জি, ফলমূল, এগ্রো প্রসেসিং) রপ্তানি খাতে ভর্তূকী পরিশোধের ------- /২০.. মাসের বিবরণী**

**অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখার নাম ঃ.....**

| ভর্তূকীর আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকনা | সংশ্লিষ্ট রপ্তানির ত্যাদি | | | | | পরিশোধিত ভর্তূকীর পরিমান (টাকায়) | পরিশোধের তারিখ | পূর্ববর্তী কোনও অতিরিক্ত পরিশোধ (যদি থাকে) উহার আদায়ের পরিমান (টাকায়) | শাখায় প্রাপ্ত অনিষ্পন্ন আবেদনের | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | রপ্তানিকৃত পণ্যের বর্ণনা | জাহাজীকরণের তারিখ ও গন্তব্য বন্দর | ইএক্সপি নম্বর | মোট প্রত্যাবাসিত রপ্তানি মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রায়) | প্রত্যাবাসিত নীট এফওবি মূল্য (বৈদেশিক মুদ্রায়) | | | | সংখ্যা | দাবীকৃত টাকা |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |

দাপ্তরিক সীল মোহর ।

ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তার স্বাক্ষর, তারিখ, নাম, ও পদবী

(অনুচ্ছেদ ০৬ এফ, ই সার্কুলার নং- ১০/২০০৫ দ্রষ্টব্য)

**ফরম-'গ'**

**এফ,ই সার্কুলার নং ১০/২০০৫ মোতাবেক কৃষি পণ্য (শাকসব্জি, ফলমূল ও এগ্রো প্রসেসিং) রপ্তানি খাতে ভর্তূকী বাবদ ইমপ্রেষ্ট হিসাবের .... .সনের ..... মাসের বিবরণী ।**

**..... ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, Xাকা ।**

| ইমপ্রেষ্ট হিসাবের প্রারম্ভিক স্থিতি (টাকায়) | প্রতিবেদনাধীন মাসে বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে পুনঃযোগান প্রাপ্তি | | শাখাসমূহ কর্তৃক পূর্ববর্তী পরিশোধ সমুহের বিপরীতে এক্সপোর্ট ক্লেইম বা অন্যবিধ কারণে পরবর্তী সমন্বয় বাবত ফেরত আদায়ের অংক (যদি থাকে) (টাকায়) | প্রতিবেদনাধীন মাসে অনুমোদিত ডিলার শাখাসমূহ কর্তৃক পরিশোধ | | মাসান্তের সমাপনী স্থিতি (টাকায়) [(১+৩+৪)-৬] | শাখাসমূহে প্রাপ্ত আবেদনের | | পরবর্তী মাসের পরিশোধের জন্য ইমপ্রেষ্ট হিসাবের প্রয়োজনীয় পুনঃযোগানের পরিমান (টাকায়)(৯-৭)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | তারিখ | পরিমান (টাকায়) | | আবেদনের সংখ্যা | মোট পরিশোধ (টাকায়) | | সংখ্যা | দাবীকৃত অংক (টাকায়) | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) |

(* ৭নং কলামে উল্লিখিত সমাপনী স্থিতি ৯নং কলামে উল্লিখিত পরিমান হইতে কম হওয়ার ক্ষেত্রে ১০ নং কলামে উল্লিখিত অংকের পুনঃযোগান চাহিয়া বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্টে পত্র দিতে হইবে) ।

দাপ্তরিক সীল মোহর ।

ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মকর্তার স্বাক্ষর, তারিখ, নাম ও পদবী

# এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র

## বাংলাদেশ ফ্রুটস, ভেজিটেবল এন্ড এ্যালাইড প্রোডাক্টস এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন এর সদস্যবৃন্দের জন্য প্রযোজ্য

**শুধুমাত্র চুক্তিপত্রের মাধ্যমে কৃষিপণ্য (শাকসবজি/ফলমূল/এগ্রোপ্রসেসিং) রপ্তানি খাতে রপ্তানিকারকদের ভর্তূকী প্রাপ্তির সনদ পত্র ।**

১। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ
ঠিকানা ঃ

২। রপ্তানি চুক্তি পত্রের নম্বর ঃ তারিখ ঃ মূল্যমান ঃ

৩। বিদেশী ক্রেতার নাম ঃ
ঠিকানা ঃ

৪। বিদেশী ক্রেতার ব্যাংকের নাম ঃ
ঠিকানা ঃ

৫। ক) ইনভয়েস নম্বর ঃ তারিখ ঃ
খ) ইনভয়েসে উল্লেখিত পণ্যের পরিমান ঃ মূল্য ঃ

৬। ক) রপ্তানি পণ্যের বিবরন ঃ
খ) প্রকৃত রপ্তানিকৃত পণ্যের পরিমান ঃ মূল্য ঃ

৭। জাহাজী করনের তারিখ ঃ গন্তব্য বন্দর ঃ

৮। ইএক্সপি নম্বর ঃ তারিখ ঃ মূল্য ঃ

৯। মোট প্রত্যাবাসিত রপ্তানিমূল্য (বৈদেশিক মুদ্রায়) ঃ

১০। প্রত্যাবাসিত রপ্তানি মূল্যের সনদপত্র নম্বর ঃ তারিখ ঃ

১১। নীট এফওবি মূল্য ঃ

(রপ্তানিকারকের স্বাক্ষর ও তারিখ)

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত অনুচ্ছেদসমূহের বক্তব্য সঠিক ও নির্ভূল । বিদেশী ক্রেতা / আমদানিকারকের যথার্থতা / বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কেও নিশ্চিত করা হইল ।

(রপ্তানিকারকের স্বাক্ষর ও তারিখ)

উপরোল্লিখিত অনুচ্ছেদগুলি যথাযথভাবে যাচাইপূর্বক সঠিক পওয়া গিয়াছে । কৃষিপণ্য (শাকসবজি/ ফলমূল / এগ্রোপ্রসেসিং) রপ্তানির বিপরীতে প্রত্যাবাসিত মূল্যের অনুকুলে উপরোক্ত রপ্তানিকারককে ভর্তূকী প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হইল ।

এসোসিয়েশনের দুইজন কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

কোন প্রকার ঘষামাজা, কাটাছেঁড়া বা সংশোধন করা হইলে এই প্রত্যয়নপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে ।

সার্কুলার নং ১০/২০০৫ এর ০৪(ক) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ফরম ঙ

# এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র

## বাংলাদেশ এগ্রোপ্রসেসরস এসোসিয়েশন এর সদস্যবৃন্দের জন্য প্রযোজ্য

**শুধুমাত্র চুক্তিপত্রের মাধ্যমে কৃষিপণ্য (শাকসবজি/ফলমূল/এগ্রোপ্রসেসিং) রপ্তানি খাতে রপ্তানিকারকদের ভর্তূকী প্রাপ্তির সনদ পত্র ।**

১। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ
ঠিকানা ঃ

২। রপ্তানি চুক্তি পত্রের নম্বর ঃ তারিখ ঃ মূল্যমান ঃ

৩। বিদেশী ক্রেতার নাম ঃ
ঠিকানা ঃ

৪। বিদেশী ক্রেতার ব্যাংকের নাম ঃ
ঠিকানা ঃ

৫। ক) ইনভয়েস নম্বর ঃ তারিখ ঃ
খ) ইনভয়েসে উল্লেখিত পণ্যের পরিমান ঃ মূল্য ঃ

৬। ক) রপ্তানি পণ্যের বিবরন ঃ
খ) প্রকৃত রপ্তানিকৃত পণ্যের পরিমান ঃ মূল্য ঃ

৭। জাহাজী করনের তারিখ ঃ গন্তব্য বন্দর ঃ

৮। ইএক্সপি নম্বর ঃ তারিখ ঃ মূল্য ঃ

৯। মোট প্রত্যাবাসিত রপ্তানিমূল্য (বৈদেশিক মুদ্রায়) ঃ

১০। প্রত্যাবাসিত রপ্তানি মূল্যের সনদপত্র নম্বর ঃ তারিখ ঃ

১১। নীট এফওবি মূল্য ঃ

(রপ্তানিকারকের স্বাক্ষর ও তারিখ)

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত অনুচ্ছেদসমূহের বক্তব্য সঠিক ও নির্ভূল । বিদেশী ক্রেতা / আমদানিকারকের যথার্থতা / বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কেও নিশ্চিত করা হইল ।

(রপ্তানিকারকের স্বাক্ষর ও তারিখ)

উপরোল্লিখিত অনুচ্ছেদগুলি যথাযথভাবে যাচাইপূর্বক সঠিক পাওয়া গিয়াছে । কৃষিপণ্য (শাকসবজি/ ফলমূল / এগ্রোপ্রসেসিং) রপ্তানির বিপরীতে প্রত্যাবাসিত মূল্যের অনুকুলে উপরোক্ত রপ্তানিকারককে ভর্তূকী প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হইল ।

এসোসিয়েশনের দুইজন কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

কোন প্রকার ঘষামাজা, কাটাছেঁড়া বা সংশোধন করা হইলে এই প্রত্যয়নপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে ।

# রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র

## বাংলাদেশ ফ্রুটস, ভেজিটেবল এন্ড এ্যালাইড প্রোডাক্টস এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ এগ্রোপ্রসেসরস এসোসিয়েশন এর সদস্য নয় এমন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

**শুধুমাত্র চুক্তিপত্রের মাধ্যমে কৃষিপণ্য (শাকসবজি/ফলমূল/এগ্রোপ্রসেসিং) রপ্তানি খাতে রপ্তানিকারকদের ভর্তূকী প্রাপ্তির সনদ পত্র ।**

১। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ
ঠিকানা ঃ

২। রপ্তানি চুক্তি পত্রের নম্বর ঃ তারিখ ঃ মূল্যমান ঃ

৩। বিদেশী ক্রেতার নাম ঃ
ঠিকানা ঃ

৪। বিদেশী ক্রেতার ব্যাংকের নাম ঃ
ঠিকানা ঃ

৫। ক) ইনভয়েস নম্বর ঃ তারিখ ঃ
খ) ইনভয়েসে উল্লেখিত পণ্যের পরিমান ঃ মূল্য ঃ

৬। ক) রপ্তানি পণ্যের বিবরন ঃ
খ) প্রকৃত রপ্তানিকৃত পণ্যের পরিমান ঃ মূল্য ঃ

৭। জাহাজী করনের তারিখ ঃ গন্তব্য বন্দর ঃ

৮। ইএক্সপি নম্বর ঃ তারিখ ঃ মূল্য ঃ

৯। মোট প্রত্যাবাসিত রপ্তানিমূল্য (বৈদেশিক মুদ্রায়) ঃ

১০। প্রত্যাবাসিত রপ্তানি মূল্যের সনদপত্র নম্বর ঃ তারিখ ঃ

১১। নীট এফওবি মূল্য ঃ

(রপ্তানিকারকের স্বাক্ষর ও তারিখ)

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত অনুচ্ছেদসমূহের বক্তব্য সঠিক ও নির্ভূল । বিদেশী ক্রেতা / আমদানিকারকের যথার্থতা / বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কেও নিশ্চিত করা হইল ।

(রপ্তানিকারকের স্বাক্ষর ও তারিখ)

উপরোল্লিখিত অনুচ্ছেদগুলি যথাযথভাবে যাচাইপূর্বক সঠিক পাওয়া গিয়ছে । কৃষিপণ্য (শাকসবজি/ ফলমূল / এগ্রোপ্রসেসিং) রপ্তানির বিপরীতে প্রত্যাবাসিত মূল্যের অনুকুলে উপরোক্ত রপ্তানিকারককে ভর্তূকী প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হইল ।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর দুইজন কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

কোন প্রকার ঘষামাজা, কাটাছেঁড়া বা সংশোধন করা হইলে এই প্রত্যয়নপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে ।

( এফ.ই সার্কুলার নং ১০, অনুচ্ছেদ ০২ দ্রষ্টব্য )

## বিদ্যমান এগ্রোপ্রসেসিং পণ্যের সম্প্রসারিত তালিকা ।

| | |
|---|---|
| ১. ফ্রুট জুস | ৩১. সিঙ্গারা |
| ২. ফ্রুট ড্রিংকস | ৩২. লুচি |
| ৩. বিস্কুট | ৩৩. ডাল সমোচা |
| ৪. চানাচুর | ৩৪. ভেজিটেবল সমোচা |
| ৫. Prepared Nuts | ৩৫. ছিটা পিঠা |
| ৬. Fried Peanuts | ৩৬. হিমায়িত কচুর লতি |
| ৭. পটেটো ক্র্যাকাস | ৩৭. হিমায়িত কচুর মুখী |
| ৮. পটেটো ফ্লেক্স | ৩৮. হিমায়িত ডাঁটা |
| ৯. পটেটো চিপস | ৩৯. হিমায়িত করলা |
| ১০. Aromatic and fine rice | ৪০. হিমায়িত সীমের বিচি |
| ১১. Flattened and Puffed rice | ৪১. হিমায়িত কাঁঠালের বিচি |
| ১২. কনফেকশনারী পণ্য | ৪২. হিমায়িত সাতকোড়া |
| ১৩. সকল ধরণের মশলা | ৪৩. হিমায়িত ঢেঁড়স |
| ১৪. ফ্রুট জ্যাম | ৪৪. হিমায়িত জলপাই |
| ১৫. Fruit Jelly and marmalade | ৪৫. হিমায়িত সীম |
| ১৬. ফল, সব্জি ও মশলার তৈরী আচার | ৪৬. হিমায়িত পটল |
| ১৭. ফল, সব্জি ও মশলার তৈরী চাটনি | ৪৭. হিমায়িত ঝিংগা |
| ১৮. সকল ধরণের সস | ৪৮. হিমায়িত কাকরোল |
| ১৯. সেমাই | ৪৯. হিমায়িত নারকেলী কচু |
| ২০. গোলাপ জল | ৫০. হিমায়িত বরবটি |
| ২১. টমেটো সস/কেচাপ | ৫১. হিমায়িত মূলা |
| ২২. টমেটো পেষ্ট | ৫২. ক্যান্ডি |
| ২৩. নুডলস | ৫৩. বাবল গাম |
| ২৪. Extruded snacks | ৫৪. ললিপপ |
| ২৫. ম্যাঙ্গো ও ফ্রুটবার | ৫৫. খেজুরের রসের সিরাপ |
| ২৬. কাসুন্দি | ৫৬. খেজুরের রসের ভিনেগার |
| ২৭. বিভিন্ন প্রকারের পরোটা | ৫৭. মধু |
| ২৮. আলুপুরী | ৫৮. হিমায়িত মাশরুম |
| ২৯. ডালপুরী | ৫৯. পাঁপড় |
| ৩০. ভেজিটেবল স্প্রিং রোল | ৬০. জর্দা । |